



বর্ষশেষের পর্যালোচনা: উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রক (ডোনার)

Posted On: 21 DEC 2017 1:39PM by PIB Kolkata

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো হচ্ছে ২০১৭ সালে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রকের (ডোনার) কাজের কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয়:

*এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতের রাষ্ট্রপতি নভেম্বর মাসে ভারতীয় বন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০১৭ এর ঘোষণা দেন, যাতে বনহীন এলাকায় জন্মানো বাঁশকে ‘গাছ’ হিসেবে চিহ্নিত করা থেকে বাদ দেওয়া যায়। এর ফলে বনহীন এলাকায় জন্মানো বাঁশকে অর্থনৈতিক ব্যবহারের জন্য এখন আর পারমিট বা অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হবে না। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানানো হয়। কেননা ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭ মোতাবেক বাঁশকে ‘গাছ’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা বনহীন এলাকায় অ-কৃষকদের পক্ষে বাঁশচাষের ক্ষেত্রে এক বিশেষ বাধা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

*অক্টোবর মাসে সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চল (এন.ই.আর.) জলসম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য নীতি আয়োগের ভাইস-চেয়ারম্যানকে প্রধান করে একটি উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি গঠন করে। এর আগে আগস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্যাক্রান্ত এলাকাগুলোর পরিস্থিতি এবং ত্রাণ সহায়তার কাজ পর্যালোচনার জন্য গুয়াহাটি গিয়েছিলেন, এর পরবর্তী পর্যায় হিসেবেই এই কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি জলবিদ্যুত, কৃষি, জৈব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন্যার ক্ষতি কমানো, অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহন, বন, মৎস্যচাষ, ইকা-টুরিজম ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথাপযুক্ত জল ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ সুবিধাকে খুঁজে বের করবে। ডোনার মন্ত্রক এক্ষেত্রে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করবে। এই কমিটি কর্ম পরিকল্পনা সহ তাদের প্রতিবেদন আগামী জুন ২০১৮-এর মধ্যে জমা দেবে। একই মাসে ডোনার মন্ত্রক উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চারটি রাজ্য আসাম, নাগাল্যান্ড, মনিপুর ও মিজোরামের বন্যাক্রান্ত এলাকাগুলোর পুনর্গঠনের জন্য ২০০ কোটি টাকার মঞ্জুরি দিয়েছে। এ বছর নজিববাহিনী বন্যা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং একই সময়ের আগের মাস থেকে ১০০ শতাংশ বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এর আগে আগস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী যখন এই চারটি রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি ২,০০০ কোটি টাকার একটি বন্যাত্রাণের প্যাকেজের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

*ডোনার মন্ত্রক উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদকে (এন.ই.সি.) ঢেলে সাজিয়ে পুনরুজ্জীবিত করে নতুন একটি বিন্যাসে পরিণত করার জন্য ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে, যাতে তা সম্পূর্ণ অঞ্চলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থান ও গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে এবং একে গোটা উত্তর-পূর্বের উন্নয়নের জন্য উদ্ভাবনার একটি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যায়। প্রতিমন্ত্রী ডক্টর জিতেন্দ্র সিং বলেন, এনিমি একটি প্রস্তাব ইতোমধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে এবং বর্তমানে তা কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় বিবেচনার অধীনে রয়েছে। এন.ই.সি. দীর্ঘকাল আগে ১৯৭০-এর প্রথম দিকে গঠিত হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল এই অঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া।

*প্রতিমন্ত্রী ডক্টর জিতেন্দ্র সিং গত ৩ ডিসেম্বর ‘উত্তর-পূর্ব পাহাড় এলাকা উন্নয়ন’-এর জন্য তামেংলং জেলা দিয়ে শুরু করে পাইলট ভিত্তিতে প্রথম পর্যায়ের কাজ করতে দু’ বছরের জন্য ৯০ কোটি টাকার ঘোষণা দেন। ন্যাদিমিতে দু’সপ্তাহের ‘উত্তর-পূর্বাঞ্চল হস্তাকর্ষ ও হস্ততাঁত প্রদর্শনী ও বিক্রিমেলা’র উদ্বোধন করে তিনি বলেন, এনিমি ডোনার মন্ত্রক ব্যয় দফতরের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে যাচ্ছে এবং এটা উপলব্ধি করা গেছে যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর পাহাড়ি এলাকা উন্নয়নের জন্য জনকল্যাণে অতিরিক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি অতিরিক্ত উপ-প্রকল্প বর্তমানের প্রকল্পের অধীনে তৈরি করা যেতে পারে।

*প্রতিমন্ত্রী ডক্টর জিতেন্দ্র সিং গত ০৫ জুন ২০১৭ তারিখে মনিপুরের ইম্ফল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য “পাহাড়ি এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি” (এইচ.এ.ডি.পি.)-এর সূচনার ঘোষণা দেন। মনিপুর সরকারের পাশাপাশি ডোনার মন্ত্রক এবং নেভিফি (উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন অর্থ নিগম লিমিটেড)-এর যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগকারী ও উদ্যোগীদের এক সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন তিনি। এই প্রকল্পে ত্রিপুরা, মনিপুর ও আসামের পাহাড়ি এলাকা উপকৃত হবে।

*নয়া দিমিতে গত ১৬ নভেম্বর দু’দিনের “হাদশ উত্তর-পূর্বাঞ্চল বাণিজ্য সম্মেলনের” উদ্বোধন করেন প্রতিমন্ত্রী ডক্টর জিতেন্দ্র সিং। এই সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চল বাণিজ্য সম্ভাবনার সুযোগ সন্ধান করা। যেখানে সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতায় পরিচালিতা ও যোগাযোগ, দক্ষতা উন্নয়ন, আর্থিক সংযুক্তি এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে বিশেষ করে পর্যটন, আভিযোজনা ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়।

*দেশের মধ্যে প্রথম হেলিকপ্টারে করে “এয়ার ডিসপেন্সারি”পেতে চলেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল। এর জন্য প্রাথমিক তহবিল হিসেবে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (ডোনার) ইতোমধ্যেই ২৫ কোটি টাকা দিয়েছে। প্রতিমন্ত্রী ডক্টর জিতেন্দ্র সিং বলেন, যে সমস্ত দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় চিকিৎসক ও চিকিৎসা সুবিধা সহজলভ্য নয়, সেখানে হেলিকপ্টারে করে ডিসপেন্সারি/ও.পি.ডি. পরিষেবা দেওয়ার জন্য ডোনার মন্ত্রক একটা প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেছে। ডোনার মন্ত্রক এই প্রস্তাবটি পাঠানোর পর তা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এটি বর্তমানে অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

*গত ১৬ আগস্ট ২০১৭ তারিখে একটি ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে, নয়া দিমিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক ও তথ্যকেন্দ্র খোলা হবে। দিমি উন্নয়নকর্তৃপক্ষ (ডি.ডি.এ.) এই উত্তর-পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক ও তথ্যকেন্দ্র নির্মাণের জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদকে (এন.ই.সি.) প্রায় ৬ কোটি টাকা মূল্যে হারকারসেন্টর-১৩ এলাকায় ৫৩৪১.৭৫ বর্গমিটার (১.৩২ একর) জমি বরাদ্দ করেছে। এই কেন্দ্রটি নয়া দিমিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য একটি সাংস্কৃতিক ও সম্মেলন/তথ্যকেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

*নয়া দিমির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জে.এন.ইউ.) ক্যাম্পাসে ‘বরাক হোস্টেল’ নির্মাণের জন্য ২৪ জুলাই ২০১৭ তারিখে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ডক্টর জিতেন্দ্র সিং গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ ছাত্রদেরও বেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে অন্য যেকোনো রাজ্যের তুলনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীই বেশি। তিনি জানান, গত বছর ব্যাসালুক বিশ্ববিদ্যালয়েরও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শুধুমাত্র ছাত্রীদের জন্য একটি হোস্টেলের শিলান্যাস করা হয়েছে।

*নয়া দিমিতে মর্যাদাপূর্ণ ‘ওয়ার্ল্ড ফুড ইন্ডিয়া ২০১৭’ অনুষ্ঠানে গত ৪ নভেম্বর “উত্তর-পূর্ব ভারত: জৈব উৎপাদনের কেন্দ্র; অনাবিকৃত সম্ভাবনা” নামের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চল প্রায় ৫০ প্রজাতির বাঁশ, ১৪ প্রজাতির বিভিন্ন বকমের কলা এবং ১৭ প্রজাতির লেবুজাতীয় ফল রয়েছে। তাছাড়া আনারস ও কমলার মত ফলও এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরামে তিনটি মেগা ফুড পার্ক রয়েছে। সিকিম রাজ্যকে দেশের প্রথম জৈবরাজ্য হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

*নয়া দিমিতে ডোনারের জন্য জাপান-ভারত সমন্বয় ফোরামের (জে.আই.সি.এফ.) প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখে। এতে ভারতে প্রতিনিধিত্ব করেন ডোনার সচিব শ্রী নরীন ভাস্মা এবং জাপানের প্রতিনিধিদে নেতৃত্ব ছিলেন ভারতে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত শ্রী কেনজি হিরামাসু। এতে সহযোগিতার জন্য ভারতের পক্ষে যেসব অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, যোগাযোগ ও সড়ক সংযোগের উন্নয়ন, বিশেষ করে আন্তঃ-রাজ্য সড়ক ও জেলার প্রধান সড়ক; বিপর্যয় মোকাবিলা; খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ; জৈবচাষ ও পর্যটন।

*তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১৯ জুলাই ২০১৭ তারিখে ডোনারমন্ত্রক এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন অর্থ নিগম লিমিটেডের (নেভিফি) যৌথ উদ্যোগে “অগ্রগামী বাণিজ্য ধারণার প্রতিকূলতা” শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছাত্রছাত্রী ও নবীন উদ্যোগীদের জন্য শিল্পক্ষেত্র ও শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে মত বিনিময়ের লক্ষ্যে একটি মঞ্চ প্রদান করতে যে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্ক-২০১৭’র সূচনা হয়েছে, এটি ছিল তারই অঙ্গ। অনুষ্ঠানে বাণিজ্য পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সব মিলিয়ে এতে ৬০টি পরিকল্পনা জমা পড়ে। যা থেকে ১৫টি পরিকল্পনাকে বাছাই করা হয় এবং সেগুলির জন্য যে উপস্থাপনা করা হয়েছিল, তার ওপর ভিত্তি করে তিনটি বাণিজ্য পরিকল্পনাকে পুরস্কৃত করা হয়।

*মেঘালয়ের শিলঙে থাকা উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদের (এন.ই.সি.) সদর দফতরের একটি ই-অফিস খোলা হয়েছে নয়া দিমিতে। ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে গত ৩ মে ২০১৭ তারিখে এর সূচনা হয়। এর আনুষ্ঠানিক সূচনার জন্য শিলঙের এন.ই.সি. থেকে একটি ফাইল জমা দেওয়া হয় নয়া দিমির ডোনার মন্ত্রকের দফতরে, যাসঙ্গে সঙ্গেই এন.ই.সি.’র পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে আলোচনার জন্য যথাযথভাবে অনুমোদিত হয়।

*নয়া দিমিতে গত ৯-১০ মার্চ ২০১৭ তারিখে একাদশ উত্তর-পূর্বাঞ্চল বাণিজ্য সম্মেলন (এন.ই.বি.এস.) আয়োজিত হয়। দু’দিনের এই অনুষ্ঠানটি বিনিয়োগের সুবিধা, এন.ই.আর.-এর ক্ষমতা দর্শনো এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল কীধরনের বাণিজ্য সুবিধা প্রদান করতে পারে, তার উপস্থাপনার এক মঞ্চ হিসেবে কাজ করে। অনুষ্ঠানে এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পাঠানো বার্তায় কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, আই.আর.সি.টি.সি. ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে এন.ই.আর.-এর হস্তাকর্ষ ও হস্ততাঁতের সামগ্রী বিক্রি করার সুবিধার জন্য খুব শীঘ্রই একটি ই-কমার্স পোর্টালের সূচনা করা হবে। তিনি বলেন, দার্জিলিং গোখা হিল কাউন্সিল দার্জিলিং পর্যট রেল যোগাযোগ সম্প্রসারিত করার জন্য ভূমি প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে সিকিম পর্যট বর্ধিত করা হবে।

*নয়া দিমিতে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে দু’দিনের ‘উত্তর-পূর্বের আহ্বান’ শীর্ষক উৎসবের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে ডোনার মন্ত্রক ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন অর্থ নিগম লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগের ‘নর্থ-ইস্ট ভেনচারফান্ড’-এরও সূচনা করা হয়। এই তহবিলের লক্ষ্য হচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উদ্যোগ এবং স্টার্ট-আপের ক্ষেত্রে উৎসাহ বৃদ্ধি করা। এটি হচ্ছে এই অঞ্চলের জন্য প্রথমবারের মত সুনির্দিষ্ট কোনো বিনিয়োগ তহবিল, যার মূলধন হচ্ছে ১০০ কোটি টাকা। তাছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চল স্থায়ী পর্যটনে উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে গঠিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্যটন উন্নয়ন পরিষদেরও সূচনা করেন মন্ত্রী।

*চন্ডিগড়ে অনুষ্ঠিত হয় তিনদিনের (০৬-০৮ মার্চ ২০১৭) “গুস্তা উত্তর-পূর্বাঞ্চল ২০১৭”। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবহারের লক্ষ্য নিয়েই ডোনার মন্ত্রক এর আয়োজন করেছিল।

*জি.এস.টি.’র বিভিন্ন দিক নিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের সাংসদদের সঙ্গে প্রতিমন্ত্রী ডক্টর জিতেন্দ্র সিং-এর বিস্তারিত আলোচনা হয়। নয়া দিমিতে ০৮ জুন ২০১৭ তারিখে ডোনার মন্ত্রকের জন্য সংসদীয় পরামর্শমূলক কমিটির বৈঠকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হস্তাকর্ষ ও হস্ততাঁত পণ্য, ফুল-ঝাড়ু এবং বাঁশের বিভিন্ন পণ্যের ওপর কর-ব্যবস্থা নিয়ে সদস্যরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন।

*গুয়াহাটিতে গত ১১ জানুয়ারি আয়োজিত ‘ডিজিটাল মেলা’র উদ্বোধন করেন প্রতিমন্ত্রী ডক্টর জিতেন্দ্র সিং এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সর্বাঙ্গ সনোয়াল। অনুষ্ঠানে শ্রী সর্বাঙ্গ সনোয়াল নগদহীন অর্থনীতির উদ্যোগের লক্ষ্যে “টকা-পয়সা” নামের ই-ওয়ালেটের সূচনা করেন। তথ্য-প্রযুক্তি দফতর ও নীতি আয়োগের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আসাম সরকার এই মেলার আয়োজন করেছিল।

